দৈনিক খবর

তারিখ ০3 NOV 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৩২

118

ইডেনের ছাত্রীদের সমাবেশ

সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের চারণ ক্ষেত্র করতে চায়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ইডেন কলেজ সাধারণ ছাত্রীদের সমাবেশে বক্তারা বলেছেন, ক্ষমতাসীন সরকার জনগণের আমানতকে কুক্ষিগত করার জন্য সর্বত্র দলীয়করণ ও সন্ত্রাসকে বিকেন্দ্রীকরণের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার চায় কালো আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতা বিরোধী দালালদের

২ এর পাতায় দেখুন

সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের চারণ ক্ষেত্রে পরিণত করতে।

বাংলার নির্ভীক এ প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধারা তা কখনও বরদাশত করবে না।

জিন্নাত আরা রোজীর সভাপতিত্বে গতকাল সোমবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সভাপতি মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী, জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগ (বা-কা) রুহুল কুদ্দুস বাবু, ছাত্রলীগ (ম-ই) ঢাকা নগর দক্ষিণ শাখার সভাপতি শফিকুল আলম শফিক, সাধারণ সম্পাদক আখতার হোসেন, উত্তর শাখার সাধারণ সম্পাদক কাজী মেজবাউল আলম সাচ্চু, সোহেল সানী, ইডেন কলেজের খালেদা আক্তার ও হোসনেআরাহাসু।।

ছাত্রলীগ সভাপতি মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী সরকারের নেতিবাচক ও স্বেচ্ছাচারী ভূমিকার সমালোচনা করে বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কুখ্যাত সন্ত্রাস দমন বিলসহ একের পর এক ঘৃণিত কালাকানুন দিয়ে পবিত্র সংসদকে কলংকিত করছে। স্বৈরাচারের শৃংখলে বন্দী করে সাংসদ ও জনগণের প্রতিবাদী কণ্ঠকে রুখার অলীক স্বপ্ন দেখছে। ছাত্রলীগের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার, হয়রানি করা হচ্ছে। ইডেন কলেজে জামায়াতী অধ্যক্ষা দিয়ে স্বাধীনতার সপক্ষের ছাত্রীদের হয়রানি করা হচ্ছে। প্রতিবাদী ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে যেতে পারছে না। ছাত্রদলের শ্বেত সন্ত্রাসে শিক্ষার পরিবেশ বিপন্ন।

তিনি হুঁশিয়ারি জানান, এই নাজুক অবস্থায় মুজিব সৈনিকরা ঘরে বসে থাকতে পারে না। অবিলম্বে বিতর্কিত অধ্যক্ষার অপসারণ করতে হবে। ইডেনে ছাত্রীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে এবং হলে স্ব স্ব সীটে ফিরে যাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে হবে। অন্যথায় উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসন দায়ী থাকবে।

রুহুল কুদ্দুস বাবু বলেন, স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও গণতন্ত্র রক্ষায় রাজাকার শিবিরসহ অপশক্তিকে নির্মূল এবং প্রতিহত করার বিকল্প নেই। সরকার নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য বিতর্কিত অধ্যক্ষাকে ইডেনে বহাল রেখেছেন। পক্ষপাতমূলক ও স্বেচ্ছাচারী এ ভূমিকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কল্যাণের পরিবর্তে অসন্তোষ আরো বাড়বে।

সমাবেশ শেষে একটি মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের প্রধান ফটকে ছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এতে পুলিশ বাধা দেয় এবং ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপিতে ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে দেড় মাস যাবৎ ছাত্রদলের মেয়েদের সন্ত্রাস, হামলা, লুটতরাজের সুষ্ঠু নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ অধ্যক্ষার অপসারণ দাবী করা হয়।